দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 NOV 1998
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ছাত্র ছাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ বিবদমান সংগঠন দুইটির মাঝে পুনরায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাস এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এই নিষেধাজ্ঞা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালীন আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত, সাংবাদিকগণ পরিচয়পত্র দেখাইয়া ক্যাম্পাসে প্রবেশ করিতে পারিবেন বলিয়া কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছে।

এদিকে কয়েকশত ছাত্র শিবির কর্মী গতকাল (মঙ্গলবার) তাহাদের ভিসি অফিস ঘেরাও কর্মসূচী পালন করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে বেলা ১১টার দিকে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপস্থিত হয়। এসময় উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণে পুলিশ তাহাদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করিতে বাধা দিলে শিবির কর্মীরা ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তবে তাহারা উক্ত কর্মসূচী পালন করিতে না পারিয়া সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল নিহত মহসিন ও আল মামুনের খুনীদের গ্রেফতার ও বিচার, আটক দলীয় সভাপতির মুক্তি, শনিবারের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ পাঁচ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর কায়েসউদ্দিনের নিকট প্রদান করে। পরে শিবির কর্মীরা ক্যাম্পাসের বাহিরে মিছিল-সমাবেশ করে। শিবির আজ বুধবার কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করিবে। গতকাল নিহত মহসিনের ঝিনাইদহের বাড়িতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

৩১ অক্টোবরের সহিংস ঘটনা তদন্তে গঠিত তদন্ত কমিটির বরাত দিয়া জনসংযোগ অফিসের বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে আগামী ১২ নভেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে এবং ১৪ নভেম্বরের মধ্যে (সকাল ১০-১২টা) মৌখিকভাবে তদন্ত কমিটির আহবায়ক ডঃ আশরাফ আলীর কার্যালয়ে বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ করা হইয়াছে। তথ্য সরবরাহকারীদের পরিচয় ও প্রদত্ত তথ্যাদি গোপন রাখা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গত শনিবারের ঘটনায় এ যাবৎ কুষ্টিয়া থানায় ৪টি মামলা হইয়াছে। মোট আসামী সংখ্যা ২৮৫ জন। পুলিশ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় শিবিরের ১২৫ জন, ছাত্রলীগ প্রদত্ত মামলায় শিবিরের ৪২ জন এবং ছাত্র শিবির প্রদত্ত দুইটি মামলায় ছাত্রলীগের ২৩ জন ও ৯৫ জনকে আসামী করা হইয়াছে।